Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : III Issue : III 15th June, 2014 আষাঢ় ১৪২১, বার্ষিক মূল্য - ১০ টাকা RNI NO. WBBNE / 2012/ 46375

২৬শে মে ২০১৪ নজরুল জন্মজয়ন্তী উৎসবে বক্তব্য রাখছেন শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য্য
মঞ্চে উপস্থিত সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র

নীরব কেন কবি

রামরমন ভট্টাচার্য

নজরুলের অসুস্থতা নিয়ে আমাদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি আছে। সাধারণভাবে সবাই জানি তিনি চেতনাহীন হয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। মস্তিষ্ক বিকৃতির কারন নিয়ে নানা ধরনের রটনা আছে। কেউ বলেন ইংরেজ সুকৌশলে বিষ খাইয়ে এই দুষ্কর্ম করেছিল। কেউ বা বলেন নজরুলের প্রতি ঈর্ষাকাতরতা থেকে তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছিল। কেউ বলেন মৌলবাদী মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিই এই ধরনের নারকীয় কাজ করেছিল। কেউ বা বলেন অবসাদ থেকে নজরুল উন্মাদ হয়েছিলেন। এমন কথাও প্রচলিত আছে যে মুসলমান নজরুল হিন্দুধর্মের তন্ত্রসাধনা করতে গিয়ে পাপের ফল ভোগ করেছেন। আরও নানা কাহিনী প্রচলিত থাকলেও অসংযমী জীবন যাপনের জন্য যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মধ্যবয়সে মস্তিষ্কে বিকৃতির শিকার হয়েছিলেন এটাই বহুল প্রচলিত।

কবির রোগাক্রান্ত হবার লক্ষণ ধরা পড়ে ১৯৪২ সালের জুন-জুলাই থেকে। এটা ছিল এক অস্থির সময়। মানবসভ্যতার মহাসংকটের কাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিমন্ডল বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৪০ এ লাহোর অধিবেশন থেকে পাকিস্তান নামে মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের হুঙ্কারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে পড়ছিল। বিশ্বমানবতার সাধক নজরুল অসহায় বোধ করছিলেন। এমন সময় নেমে এল এক পারিবারিক বিপর্যয়। স্ত্রী প্রমীলা ইসলামের কোমড় থেকে নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য নজরুল সর্বশান্ত হয়ে গেলেন। জানা গেল এ রোগ কোনো দিন সারবে না। যুদ্ধকালীন পরিবেশে তাঁর সব আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেল। উদারচিত্ত, অতি আবেগ প্রবণ বিশ্বপথিক এই মহাপ্রতিভা দিশেহারা এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। এই অবসাদ ও অনন্ত নীরবতার একটা কারণ হতে পারে।

আর একটি অন্যতম কারণ রোগ নিরাময়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কোনো চিকিৎসা হয়নি। ৪২ থেকে ৪৭ পর্যন্ত এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি, হেকেমি,, ঝাড়ফুঁক, তাগা-তাবিজ সব কিছুই করা হয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত এলোমেলো ভাবে। স্বাধীনতার পরের ছ' বছরও চিকিৎসার বিষয়টাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ৫৩তে প্রমীলাকে সঙ্গে রেখে

কবিকে পাঠান হয় ইংলন্ডে, তারপর জার্মানে এবং ভিয়েনায়। কলকাতার ডাক্তারদের অভিমত সহ বাকি তিনদেশের কাগজপত্র রাশিয়াতেও পাঠান হয়েছিল। সকলেই বলেন এরোগ জীবানুঘটিত নয়; তবে এখন আর করার কিছু নেই অপারেশন বা ওষুধ কিছুই কাজ করবে না তবে সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। তাই হয়েছে ১৯৭৬ সালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাহলে কবির রোগটা ঠিক কী? এ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার রায় ১৯৭৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। তিনি নজরুলের চিকিৎসা করেছেন ১৯৬৫ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত, তিনি লিখেছেন ঃ

"কবির রোগের কারণ সম্পর্কে আমি বহুদিন ধরে বহুরকম শুনে আসছি। সবচেয়ে যে ধারণাটি বদ্ধমূল হয়েছিল সাধারণের মনে, সেটি হচ্ছে বোধহয় জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতা জনিত একটি বিশেষ রোগে কবির মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। আমি ১৯৬৫ থেকে কবির চিকিৎসা করে আসছি এবং ১৯৬৯ সালে সরকারি ভাবে কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত হই। কবির চিকিৎসা করতে এসে কবিকে ভালো করে পরীক্ষা করে বুঝলাম তার একটি বিশেষ রোগে ভোগার জনশ্রুতি সম্পূর্ণ ভুল।

আমি দিনের পর দিন নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারলাম, এই অসাধারণ কবির রোগও অসাধারণ। একটি বিশেষ রোগের যা লক্ষণ পা দুটি দুর্বল হয়ে যাওয়া (প্রমীলার প্যারালিসিস হয়েছিল অজ্ঞাত কারণে কিন্তু মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল - লেখক) তা কবির ছিল না। তিনি চমৎকার হেটে বেড়াতেন....। কবির ব্রেনে কোনো জার্ম বা রক্তে এই বিশেষ রোগের কোনো লক্ষণ ছিল না। তিনি মাঝে মাঝে মৃগিতে আক্রান্ত হতেন এবং রক্তচাপ বেশ বৃদ্ধি পেত। আবার সঠিক চিকিৎসায় সবকিছু নিরাময় হত।

তিনি যে রোগে ভুগেছেন, সেই রোগটির নাম, প্রি সেনাইল ডিমেনসিয়া'। সেনাইল কথাটির অর্থ বার্ধক্য। প্রৌঢ় অবস্থায় এই বিশেষ রোগটির সূত্রপাত হয় বলে এটিকে প্রিসেনাইল ডিজিজ বলা হয়।

এই রোগে ব্রেনের সামনের অংশটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং রোগীর স্মৃতিশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিন্তাশক্তি আস্তে, আস্তে, লোপ পেতে থাকে। এ রোগের উৎপত্তির কারণ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। আমি দীর্ঘদিন ধরে এ বিষয়ে গবেষণা করেছি। দুজন বিখ্যাত চিকিৎসক প্রথমে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ করেন। তাঁদের নাম ডা ঃ পিকস এবং ডাঃ আলজেমার। পিকস ডিজিজ এবং আলজেমার ডিজিসের পার্থক্য করতে গেলে বায়োপসি করতে হয়। সেটাই কবির ক্ষেত্রে করা হয়নি।

দশটি জরুরী রোগ-লক্ষণ

ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল,

বেশীমাত্রায় রক্তপাত, গুরুতর ব্যাথা ইত্যাদি সহ দ্রুত মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন কিছু লক্ষণ অনেকেরই জানা। আরো এমন কিছু বিপজ্জনক লক্ষণ আছে যেগুলো মনে রাখা দরকার।

১। অজানা কারণে ওজন কমে যাওয়াঃ উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যরা বেশী ভালো ভালো খাবার বেশী বেশী পরিমানে খেয়ে থাকেন এবং তাদের মেদ বৃদ্ধি হয় এটা জানা। মোটা হওয়াটাকে ভাল স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে এখনো অনেকে মনে করেন, যদিও তা ঠিক নয়। দামী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে নজর দিলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে মোটা হবার প্রবণতা বাড়ছে। নিম্নবিত্ত পরিবারেও কিছু মানুষ ওজনবৃদ্ধির শিকার হচ্ছেন। ওজন বাড়ার ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে আজকাল অনেক আলোচনা হওয়ায় অনেকে চেষ্টা করছেন রোগা (slim) হতে, অনেক সময় মাত্রাহীন ক্ষতির সম্ভাবনা নিয়েও। চেষ্টা করে হিসেব মতো ওজন কমালে ক্ষতি নেই, বরং উপকারী। কিন্তু চেষ্টা ছাড়াই যদি ওজন কমতে থাকে তা শঙ্কার কারণ হতে পারে। শরীরের ওজন যদি ১ মাসে ৫% বা ১ বছরে ১০% কমে যায় তা হলে তার নেপথ্যে অপুষ্টি, ক্যানসার, লিভার ও থাইরয়েড ইত্যাদির সমস্যা থাকতে পারে।

২। অজানা কারণের জ্বর ঃ কোনো জ্বর যদি ১০ দিনের বেশী চলতে থাকে, তার কারণ খোঁজা দরকার। মূত্রনালীর সংক্রমণ, কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, ম্যালেরিয়া, ক্যানসার, ইত্যাদি কারণে জ্বর চলতে পারে। কাপুনি দিয়ে জ্বর চললে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

৩। শ্বাসকষ্ট ঃ সাধারণ সর্দি ছাড়া শ্বাসকষ্ট গুরুতর রোগের ইঙ্গিতবাহী। শ্বাসকষ্টের মাত্রা অনুযায়ী দ্রুততায় হাসপাতালে নিতে হবে। ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রের গোলোযোগ বড় মাপের শ্বাসকষ্ট ঘটায়।

৪। মলত্যাগের ছন্দ বদল ঃ একটু এদিক ওদিক হলেও এ বিষয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব ছন্দ আছে, যাতে তিনি স্বচ্ছন্দ থাকেন। এর বড় ধরণের ব্যত্যয় বা

পরিবর্তন দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে, যদি ঃ-

(ক) দু সপ্তাহের বেশী সময় ধরে পাতলা পায়খানা হয়, খ) দু সপ্তাহের বেশী কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, গ) অকারণে পায়খানার বেগ হতে থাকে বা (ঘ) আলকাতরার মতো কালো পায়খানা হয়, তা হলে অণুজীব সংক্রমণ, অন্ত্রের প্রদাহ, আলসার বা ক্যানসার হতে পারে।

(৫) মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঃ মানসিক বৈশিষ্ট্যেও প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র। স্বাভাবিকতার মধ্যেও কম বেশী অস্বাভাবিকতা নিয়েই আমরা জীবন যাপন করি। আমাদের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে হঠাৎ যদি বড় মাপের পরিবর্তন ঘটে, যথা: ক) চিন্তাশক্তির বৈকল্য, খ) অসংলগ্নতা, গ) বেশীমাত্রায় ও বেশীবার ক্রুদ্ধ হওয়া, ঘ)অলীক অনুভূতি (Hallucination) অর্থাৎ অন্যরা যা অনুভব করছে না তেমন কিছু দেখা, শোনা, ইত্যাদি। অণুজীব সংক্রমণ, মস্তিষ্কে আঘাত, স্ট্রোক, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া, এমনকি কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (বিশেষতঃ নতুন ব্যবহার শুরু করেছেন এমন ওষুধ) থেকে এ ধরণের সমস্যা হয়।

(৬) বেশীমাত্রায় মাথা ব্যাথা: মাথাব্যথা এক সাধারণ সমস্যা। আমাদের সবারই অনেকবার মাথাব্যথা হয়েছে ও অনেক সময় বিনা ওষুধেই সেরেছে। তবে মেনিনজাইটিস, মস্তিষ্কের টিউমার, স্ট্রোক, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি অনেক সময় বিনা ওষুধেই সেরেছে। তবে মেনিনজাইটিস, মস্তিষ্কের টিউমার, স্ট্রোক, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি কারণে: (ক) গুরুতর মাত্রার মাথাব্যাথা, (খ) মাথাব্যাথার সঙ্গে জ্বর, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, গায়ে গুটি বেরোনো, মানসিক অসংলগ্নতা, খিঁচুনি, দেখার গোলমাল, দুর্বলতা, অসাড়তা, মাথার চামড়ায় ব্যাথা অথবা চিবোনোর সময়ে ব্যাথা, (গ) মাথায় আঘাত লাগার সঙ্গে শুরু হয়ে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া মাথাব্যাথার কারণ গুরুতর।

(৭) হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের অসংলগ্নতা: (ক) হঠাৎ গাল, হাত, পা, বা শরীরের এক দিকের অসাড়তা বা দুর্বলতা , (খ) হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখা বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম দেখা, (গ) হঠাৎ শরীর অসংলগ্ন হয়ে পড়ে যাওয়া, ঘ) হঠাৎ প্রচন্ড মাথাব্যাথা, এগুলোর সঙ্গে T.I.A নামে রক্ত সংবহনতন্ত্রের এক গুরুতর সমস্যা জড়িত থাকতে পারে (একে মিনি বা ছোট স্ট্রোকও বল হয়)।

(৮) হঠাৎ আলোর ঝলকানি: কাব্যিক শোনালেও এটা রেটিনা খসে পড়ার লক্ষণ হতে পারে। অবিলম্বে চিকিৎসা না হলে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে পারে।

(৯) অল্পেতে পেট ভরা: বিষয়টি হালকাভাবে দেখলে সুবিধাজনক মনে হতে পারে। বেশী মোটাদের জন্য আজকাল Bariatiric Surgery নামে অস্ত্রোপচারের প্রচলন হয়েছে, যাতে অল্প খেয়েও পেট ভরা মনে হয়, এবং তার ফলে ওজন কমানো যায়। কিন্তু অজানা কারণে এমন হলে তা গুরুতর চিন্তার কারণ হতে পারে, যার মধ্যে অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলী ও ওভারির ক্যানসার উল্লেখযোগ্য।

(১০) অণুজীব ঘাটতি গাঁটের ব্যাথা: বয়স বাড়লে, এমন কি কম বয়সেও, বিভিন্ন কারণে ও বিভিন্ন ধরণের আর্থ্রাইটিস বা গাঁটের ব্যাথা হয়। কিছু অল্পদিনে সারে, কিছু অনেকদিন চলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শেও অনেক সময় সারতে চায়না। কিন্তু গাঁটে অণুজীব ঘটিত প্রদাহ হলে তার দ্রুত চিকিৎসা দরকার, অন্যথায় হৃদযন্ত্রেরও ক্ষতি হতে পারে।

১৫ই মে ২০১৪ তারিখে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ।।

১৫ই মে ২০১৪ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় সংস্থার দ্বিতলে 'বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে' রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। শ্রী সঞ্জয় চৌধুরীর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। আজ রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য আমরা সমবেত হয়েছি। কিন্তু একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের দিন অতিবাহিত করছি। এই পরিস্থিতি থেকে কখন আমরা নিস্কৃতি পাব তা জানা নেই। প্রবীণ ব্যক্তিদের বিনোদনের জন্যই আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। এখানে রাম রমণ দা উপস্থিত আছেন, তিনি বলবেন। তাছাড়া উ পস্থিত আছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও অভিনেতা রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। বর্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা কোন যুগে বাস করছি। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার রাস্তা আমাদের খুঁজতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে সাহিত্য ও কবিতা রচনা করে গেছেন। বাঙালীর জাতীয়তা বিকাশে তাঁর অবদানের কথা

অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ কখনও প্রার্থনা করেন নি, সব সময় দাবী করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভা, কর্মকাণ্ড, ব্যক্তিগত জীবন, স্বদেশিকতা ও সৃষ্টি নিয়ে এখনও তাঁর জন্মের ১৫৩ বছর পরেও সমান আধুনিক ও অবশ্যই জনপ্রিয়।

পরবর্তীতে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও অভিনেতা শ্রী রজত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপস্থিত সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পরিবারে জন্মেছিলেন যারা সেই সময় ভারতবর্ষের সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমস্ত ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরনের সমস্ত চেতনায় রবীন্দ্রনাথ। সক্রিয় প্রতিভার মাধ্যমে সমস্ত কিছু আত্মস্থ করেছেন। উপনিষদের চিন্তাধারা, প্রতিবাদী সাহিত্যের যে ধারা বৈষ্ণব পদাবলীর সমস্ত কিছু রবীন্দ্রনাথের একার সৃষ্টি। এতবড় রবীন্দ্রনাথ, তার সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয়। বিশ্বের সর্বত্র তার সাম্রাজ্য। তাঁর রচনায়, তাঁর বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারা তিনি দেখিয়েছেন। তাঁর নামে আমরা বিশ্ব কবি ব্যবহার করি। তার জন্য অনেকে প্রশ্ন করেন। তাঁর সাম্রাজ্য এত বিশাল, এত বিস্তৃত একমাত্র SHEAKSPEAR ছাড়া আর কারও সাথে তুলনা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত আদর্শ সহ বেঁচে আছন এবং থাকবেন। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশ যারা নতুন করে মুক্তির কথা বলেছেন, তারা রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকেই পেয়েছেন।

'রক্তকরবী' নাটক ও তার সারসত্যের সমর্থন অন্যান্য সূত্রে আমরা খুঁজে নিতে পারি। ১৯২৪ এর অক্টোবরে 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়। ঐ বছরের শুরুতে লেলিন প্রয়াত হন। আপতিত বা COINCIDENTAL মনে হলও এই সময়কালে রবীন্দ্র লেখনী নিঃসৃত রচনাগুলি শ্রমিক কৃষকদের জীবনবোধকে তুলে ধরে। তুলে ধরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বসমাজের ওলোট পালটের ছবি। বিংশ শতকের প্রথম দশকেই কায়িক শ্রমের মাহাত্ম্য রবীন্দ্রনাথকে আচ্ছন্ন করে। শিলাইদহে পারিবারিক জমিদারিতে শ্রমনিষ্ঠ কৃষকদের জীবন সংগ্রাম তাঁর মনে শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাভাব জাগিয়ে তোলে। নিজে জমিদার শ্রেনীভুক্ত হয়েও তিনি শোষিত কৃষককূলের জীবনের শরিক হয়ে উঠেছেন। ১৯১০ সালে 'ধূলামন্দির' কবিতায় তিনি শ্রমিক কৃষকদের জীবন সংগ্রামকে নন্দিত করেন। এই নন্দিত সুরই দেড় দশকবাদে রচিত 'রক্তকরবী' নাটকের মূল উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ সিংহল, চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার শ্রমজীবি মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। সংগ্রামী মানুষের শক্তিতে বিশ্বস্ত তাঁএ চেতনা ঋদ্ধ হয়।

সোভিয়েত ভ্রমণের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ হাত দেন 'রথের রশি' নাটকটি রচনায় (১৯৩২)। নাটকটির একেবারে শেষে সমাজ ব্যবস্থার ওলোট পালটের আশ্বাস সুস্পষ্ট। সমাজের নিচু শ্রেণী উপরে উঠে আসবে।

পরবর্তীতে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী কৃত্তিকা রায় চৌধুরী। সঙ্গীতের পর রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা থেকে আবৃত্তি করেন শ্রীমতি রুমা ঘোষ। আবৃত্তির পর রবীন্দ্রনাথের গল্প 'তোতা কাহিনী' পাঠ করেন শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী ও শ্রীমতি শিখা রায় চৌধুরী। গল্প পাঠের পর আবার আবৃত্তি করেন ডঃ পিনাকী চক্রবর্তী। আবৃত্তির পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী আদিত্য মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতি পম্পি চৌধুরীর সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানের সমাপ্তির পর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী সনৎ লাহিড়ী। তিনি বলেন দীর্ঘ সময় ধরে বসে আপনারা অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন। তারপর উপস্থিত সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রত্যেক সদস্যকে জানানো যাইতেছে যে ইংরাজী ২০১৪-১৫ সালের জন্য সদস্যপদ পুনঃনবীকরণের কাজ ১লা এপ্রিল ২০১৪ থেকে শুরু করা হয়েছে। আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ নবীকরণের জন্য ১০/- এবং প্রবীণ বার্তার বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১০/- মোট ২০/- জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। তা ছাড়া আগামী ৩০শে জুলাই ২০১৪ বুধবার বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে ৯ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় সকল সদস্য / সদস্যাকে উপস্থিত থাকার জন্যও অনুরোধ করা হচ্ছে।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 033 - 2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.